নারীর ফরজ ইলম

ইফতেখার সিফাত

উম্মে মুহাম্মাদ

ইহদা
পাবলিকেশন

লেখকের কথা

মানুষকে আল্লাহ অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি নারী-পুরুষ সকলকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মানুষকে পালনীয় ও বর্জনীয় বিধান দিয়েছেন, যেগুলো পালন করা তার জন্য আবশ্যক।

আর পালন করার জন্য জরুরি হলো জানা। ফলে ইসলাম এই জানা বা ইলমটাকেও ফরজ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। কারণ ইলম ছাড়া কেউ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করতে পারবে না। এই বিধান নারীর জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইবনুল জাওজি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নারীরা পুরুষের মতোই শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই তাদের ওপর যেসব বিষয় ওয়াজিব ও ফরজ, সেসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা তাদের জন্য ওয়াজিব, যাতে তারা তাদের ওপর অর্পিত বিধানসমূহ যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে।'

'নারীর ফরজ ইলম' বইটিতে আমরা একজন নারীর জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় সমস্ত দিকের ইলম নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। বইটি প্রাথমিকভাবে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বোন উম্মে মুহাম্মাদের একটি সংকলন ছিল। তিনি বিভিন্ন বই থেকে নিয়ে এর খসড়া ফাইল তৈরি করেছিলেন। এরপর বইটি আমার হাতে আসে। আমি তখন এটার সাথে আরও কিছু বিষয় সংকলন করি এবং কিছু সংযোজন-বিয়োজন করি। এভাবেই বইটি বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। ফলে বলা যায়, বইটি দুজনের সংকলনের সম্মিলিত রূপ।

বইটি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিতাব ও সাইট থেকে উপকৃত হয়েছি। আহকামে জিন্দেগি, সুনান ও আদব, ঈমানের দুর্বলতা, নূরানী পদ্ধতি ইত্যাদি বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি আল কাউসার, মুসলিম বাংলা ও আত

তাহরিক ব্লগ সাইটগুলো থেকে বিভিন্ন আলোচনা পরিমার্জিত আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ফাইলটি দীর্ঘদিন আমার হাতে পড়ে থাকলেও শেষমেশ খুব দ্রুততার সাথে কাজটি সম্পন্ন করে বাজারে আনা হয়েছে। তা ছাড়া মানুষের কোনো কর্মই নিখুঁত নয়। ফলে ভুলত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। বইটিতে কোনো প্রকার দুর্বলতা, ত্রুটি ও শূন্যতা নজরে এলে আমাদের অবহিত করবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সময় সংশোধন ও সংযোজন করে নেব।

মহান আল্লাহর কাছে দুআ ও প্রত্যাশা রাখি, বইটি মুসলিম উম্মাহর নারীদের জন্য ইলম অর্জন, হেদায়েত ও দীন পালনের মাধ্যম হোক এবং আমাদের সকলের নাজাতের উসিলা হোক। আমিন।

ইফতেখার সিফাত

সূচিপত্র

ফরজে আইন ইলম পরিচিতি, গুরুত্ব ও ফজিলত ১৭
মুসলিমদের জন্য ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ১৭
ফরজে আইন ইলমের পরিচিতি ১৯
ফরজ ইলমকে মৌলিকভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ২০
ইলম অর্জনের ফজিলত ২১
ইলম অর্জনের গুরুত্ব ২৩
নারী সাহাবিদের ইলম অর্জন ২৫
নারী সাহাবিদের ইবাদতের আকর্ষণ ২৬

ইসলাম ও ঈমানের পরিচয় ২৮
ইসলাম ও আরকানুল ইসলাম ২৮
ঈমান ও আরকানুল ঈমান ২৯

সংক্ষেপে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদা ৩২
এক. আল্লাহ তাআলা ৩২
দুই. ফেরেশতা ৩৩
তিন. নবি-রাসুল ৩৪
চার. আসমানি কিতাব ৩৪
পাঁচ. মৃত্যু পরবর্তী জীবন ৩৫
ছয়. জান্নাত-জাহান্নাম ৩৫
সাত. তাকদির ৩৫
আট. সাহাবায়ে কেরাম ৩৬
নয়. মুমিন ৩৬

দশ. শাসক ৩৭
এগারো. আরও কিছু আকিদার আলোচনা ৩৭

কালিমায়ে তাওহিদের মর্ম ৩৮
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ ৩৮
তাগুতের সংজ্ঞা ৩৯
'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র অর্থ ৪০

কালিমায়ে তাওহিদের শর্তাবলি ৪২
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলি ৪২

তাওহিদের পরিচয় ও প্রকারভেদ ৪৬
তাওহিদের পরিচয় ৪৬
তাওহিদের প্রকারভেদ ৪৬
১. তাওহিদুল্লাহি ফিল খলক বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ ৪৭
২. তাওহিদুল্লাহি ফিল মুলক বা রাজত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ ৪৭
৩. তাওহিদুল্লাহি ফিল হুকমি ওয়াত তাশরিয়ি বা হুকুম ও বিধান প্রণয়নে আল্লাহর একত্ববাদ ৪৮
৪. তাওহিদুল্লাহি ফিল ইবাদাহ বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ ৪৯
৫. তাওহিদুল্লাহি ফি আসমাইহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া আফআলিহি বা আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও কর্মের ক্ষেত্রে একত্ববাদ ৪৯
তাওহিদের প্রকারগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ৫০

শিরকের পরিচয় ও প্রকারভেদ ৫২
শিরকের পরিচয় ৫২
শিরকের প্রকারভেদ ৫২

কুফর ও কুফরের প্রকারসমূহ ৫৫

বিদআত ৫৮
বিদআতের সংজ্ঞা ৫৮
নব আবিষ্কৃত বিষয় কখন বিদআত হয় ৫৯

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ ৬০
দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ৭২

ঈমানের দাবিসমূহ ও তার মধুরতা ৭৫
ঈমানের পূর্ণতা ৭৭
ইসলামি শরিয়ত মুমিনের স্বভাবে পরিণত হবে ৭৮
ঈমানের দুর্বলতার কারণ ৮০
দুর্বল ঈমানের চিকিৎসা ৮৯
কুরআন শেখার ফজিলত ও প্রয়োজনীয় সুরা-দুআসমূহ ১২২
কুরআন তিলাওয়াত শেখার গুরুত্ব ও ফজিলত ১২২
আরবি হরফের মাখরাজ ১২৪
নামাজের সুরা ১২৬
সুরা ফাতিহা ১২৬
সুরা ফিল ১২৭
সুরা কুরাইশ ১২৭
সুরা মাউন ১২৭
সুরা কাউসার ১২৮
সুরা কাফিরুন ১২৮
সুরাতুন নাসর ১২৮
সুরা লাহাব ১২৯
সুরা ইখলাস ১২৯
সুরা ফালাক ১২৯
সুরাতুন নাস ১৩০
নামাজে পঠিতব্য অন্যান্য দুআ ও তাসবিহ ১৩০
সানা ১৩০
রুকুর তাসবিহ ১৩০
সিজদার তাসবিহ ১৩১
সালাম ১৩১
তাশাহহুদ ১৩১
দরুদ শরিফ ১৩১
দুআয়ে মাসুরাহ ১৩২
দুআয়ে কুনুত ১৩২

পবিত্রতা কী? গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১৩৩
طهارة এর আভিধানিক অর্থ ১৩৩
طهارة এর সংজ্ঞা ১৩৩
পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ১৩৩

সংক্ষেপে পবিত্রতার মাসআলা ১৩৪
ইস্তেঞ্জায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ ১৩৪
ইস্তিঞ্জার আদব ১৩৫

ওজু, গোসল, তায়াম্মুমের সংক্ষিপ্ত মাসআলা ১৩৫
ওজু করার তরিকা ১৩৫
ওজুতে ৪ ফরজ ১৩৬
গোসলে ৩ ফরজ ১৩৬
তায়াম্মুমে ৩ ফরজ ১৩৬
তায়াম্মুমের পদ্ধতি ১৩৭
ওজু ভঙ্গের কারণ ৭টি ১৩৭

পবিত্রতা বিষয়ক বিস্তারিত মাসআলা ১৩৮
যেসব কারণে ওজু মাকরুহ হয় ১৩৮
যেসব কারণে ওজু ভাঙে না ১৩৮
যেসব কারণে ওজু ভেঙে যায় ১৩৯
গোসলের ফরজসমূহ ১৪০
যেসব কারণে গোসল ফরজ হয় ১৪১
যেসব কারণে গোসল ফরজ হয় না ১৪২
হায়েজ ও নেফাসের বর্ণনা ১৪২
হায়েজের মাসআলা ১৪২
নেফাস ১৪৩
নেফাসের মাসআলা ১৪৩
হায়েজ ও নেফাসের আরও কতিপয় হুকুম ১৪৪
ইস্তেহাজা ১৪৪
ইস্তেহাজার হুকুম ১৪৪
পবিত্রতার সময়সীমা ও কিছু মাসআলা ১৪৫

নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ, পর্দা	১৪৬
নামাজের পরিচয় ও গুরুত্ব-ফজিলত	১৪৭
সংক্ষেপে নামাজের মাসআলা	১৪৮
নামাজের ফরজসমূহ	১৪৮
নামাজের বাইরে ৭ ফরজ	১৪৮
নামাজের ভেতরে ৬ ফরজ	১৪৯
নামাজের ওয়াজিব ১৪টি	১৪৯
নামাজে সুন্নাতে মুআক্কাদা ১২টি	১৫০
নামাজ ভঙ্গের কারণ ১৯টি	১৫০
দুই রাকাত নামাজে ৬০টি মাসআলা	১৫২
নামাজের প্রথম রাকাতে রুকুর আগে ১১টি মাসআলা	১৫২
রুকুতে ৬টি মাসআলা	১৫২
প্রথম সিজদাতে ৬টি মাসআলা	১৫৩
দ্বিতীয় সিজদাতে ৬টি মাসআলা	১৫৩
২য় রাকাতে রুকুর আগে ৭টি মাসআলা	১৫৩
আখেরি বৈঠকে ৫টি মাসআলা	১৫৪
নামাজের সময় ও রাকাত	১৫৪
নামাজের কিছু বিস্তারিত মাসআলা	১৫৬
নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ	১৫৬
নামাজের মাকরুহসমূহ	১৫৮
মেয়েদের নামাজের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি	১৫৯
যেসব অবস্থায় নামাজ ছেড়ে দেওয়া যায়	১৬১
সিজদায়ে সাহু	১৬২
কাজা নামাজ	১৬৫
ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের বিশেষ বিধান	১৬৬
নামাজের নিষিদ্ধ ও মাকরুহ সময়	১৬৬
সফর অবস্থায় নামাজের বিধান	১৬৭
অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ	১৬৮

রোজার পরিচিতি, গুরুত্ব ও ফজিলত ১৭০
রোজা পরিচিতি ১৭০
রোজার পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৭০
রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত ১৭০
রোজার মাসআলা ১৭২
রোজার নিয়ত ১৭২
সাহরি ১৭২
ইফতার ১৭৩
যেসব কারণে রোজা ভাঙে না এবং মাকরুহও হয় না ১৭৪
যেসব কারণে রোজা ভাঙে না, তবে মাকরুহ হয়ে যায় ১৭৫
যেসব কারণে রোজা ভেঙে যায় এবং শুধু কাজা ওয়াজিব হয় ১৭৬
যেসব কারণে রোজা ভেঙে যায় এবং কাজা, কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় ১৭৮
যেসব কারণে রোজা না রাখার অনুমতি আছে ১৭৮
যেসব কারণে রোজা শুরু করার পর ভেঙে ফেলার অনুমতি রয়েছে ১৭৯
রমজান মাসের সম্মান রক্ষা ১৭৯
রোজার কাজা ১৮০
রোজার কাফফারা ১৮০
রোজার ফিদয়া ১৮১
নফল রোজার মাসআলা ১৮২
মান্নতের রোজার মাসআলা ১৮৩
জাকাত পরিচিতি, গুরুত্ব ও ফজিলত ১৮৪
জাকাত পরিচিতি ১৮৪
জাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত ১৮৪
জাকাতের মাসআলা ১৮৭
কোন সম্পদের জাকাত কেমন হবে ১৮৭
জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ ১৮৮
যাদেরকে জাকাত দেওয়া যায় না ১৮৯
জাকাতের খাতসমূহ ১৯০
যাদেরকে জাকাত দেওয়া উত্তম ১৯১

জাকাত আদায় করার পদ্ধতি ও মাসআলা ১৯১
সদাকাতুল ফিতরের মাসআলা ১৯৩

কুরবানি ১৯৫
কুরবানির ফজিলত ১৯৫
যাদের ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব ১৯৬
যেসব জন্তু দ্বারা কুরবানি করা যায় ১৯৮
যেসব জন্তু দ্বারা কুরবানি বৈধ নয় ১৯৮
শরিকের মাসআলা ১৯৯
কুরবানির পশু জবাই করা প্রসঙ্গ ১৯৯
গোশত বণ্টনের পদ্ধতি ২০০
কুবরানীর গোশত খাওয়া ও দান করার মাসআলা ২০০
কুরবানির পশুর চামড়া সম্পর্কিত মাসআলা ২০১

হজের পরিচিতি, গুরুত্ব ও ফজিলত ২০২
হজের শর্তাবলি ২০২
হজের প্রকারভেদ ২০৩
হজ্জে কিরান ২০৩
হজ্জে তামাত্তু ২০৪
হজ্জে ইফরাদ ২০৫

পর্দার আহকাম ২০৬
১. নারীর দেহ ২০৭
২. কারুকার্যবিশিষ্ট ও বাহারি রঙের পোশাক ২০৮
৩. অলংকার ও সাজসজ্জা ২০৮
৪. মনোযোগ আকর্ষণকারী কর্ম ২০৮
পর্দা সংশ্লিষ্ট সাধারণ মাসআলা ২০৯
নারীর মাহরাম ২১১
পুরুষের মাহরাম ২১২
পোশাকের নীতিমালা ২১৩
সাজসজ্জা ২১৫
যেসব সাজসজ্জা বৈধ ২১৫
যেসব সাজসজ্জা বৈধ নয় ২১৭

বিয়ে ও পরিবার ২১৯
বিয়ের মর্ম ও বিধান ২২০
১. নিজের লজ্জাস্থান ও চরিত্র হেফাজত করা ২২১
২. বৈধ চাহিদা পূরণ করা ২২১
৩. মানব-বংশ বিস্তার ২২১
৪. ভালোবাসা ও সম্পর্কের আদান-প্রদানের জন্য সঙ্গ ও অভিভাবকত্ব লাভ ২২২
বিয়ের শর্ত তিনটি ২২২
বিয়ের রুকন ২২৩
মোবাইলে বিয়ে ২২৩
মোবাইল ফোনে বিয়ে সহিহ হওয়ার পদ্ধতি ২২৩
দেখা ও নির্বাচন ২২৩
বিয়ের ক্ষেত্রে ‘কুফু’ (সমতা বা সামঞ্জস্য) ২২৫
মোহরানা নির্ধারণ ২২৬
যৌতুক ২২৭
গায়ে হলুদ ২২৭
আংটি পরানো ২২৭
স্বামীর হকসমূহ ২২৮
দীনের ব্যাপারে স্বামীকে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা ২২৯
জন্মনিয়ন্ত্রণ ২২৯
গর্ভপাত ২৩১
উত্তম নারীর গুণাবলি ২৩১
প্রথম গুণ ২৩১
দ্বিতীয় গুণ ২৩২
তৃতীয় গুণ ২৩২
চতুর্থ গুণ ২৩৩
পঞ্চম গুণ ২৩৩
ষষ্ঠ গুণ ২৩৪
সপ্তম গুণ ২৩৪
নারীর উপার্জন ২৩৫

নারীর নেতৃত্ব ২৩৭
তালাক ও বিচ্ছেদ ২৩৮
জরুরি মাসআলা ২৪০
তালাকের প্রকার ২৪১
ইদ্দত পালন ২৪২
সন্তান প্রতিপালন ও হকসমূহ ২৪২
সন্তানের কিছু হক ২৪৫
পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ২৪৭
প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ২৪৯
ভালো প্রতিবেশী হওয়ার কিছু দায়িত্ব ২৫০
আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ২৫১

মুমূর্ষ ও মৃত ব্যক্তির আদব ২৫৩
মুমূর্ষ ব্যক্তি ২৫৩
মৃত্যুর পর ২৫৪
কান্না ও মাতম করা ২৫৪
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়মাবলি ২৫৫
মহিলাদের কাফন পরানোর নিয়ম ২৫৬

অন্তরের রোগ ২৫৮
১. গিবত ২৫৮
২. লোভ-লালসা ২৫৯
৩. দুনিয়াপ্রীতি ২৬০
৪. অপচয় ২৬০
৫. আত্মঅহমিকা ২৬১
৬. অভিশাপ ২৬১
৮. হিংসা ২৬৩
৯. কৃপণতা ২৬৪
১০. রাগ ও ক্ষোভ ২৬৫
১১. পরনিন্দা ২৬৬

অন্তরের আমল ২৬৭
১. সবর ২৬৭

২. অল্পেতুষ্টি ২৬৮
৩. জবানের হেফাজত ২৬৯
৪. তাওয়াক্কুল ২৭০
৫. শোকর ২৭১
৬. হায়া বা লজ্জা ২৭২
৭. বিনয় ২৭৪
৮. গায়রত ও আত্মমর্যাদা ২৭৫
৯. তাকওয়া ২৭৬
১০. রিজা বিল কাজা ২৭৭
১১. জুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা ২৭৮

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ২৭৯
মীমাংসাকরণ ২৭৯
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া ২৮০
উত্তম ব্যবহার ২৮০
সমকামিতা ২৮১
মেহমানদারি ২৮২
সুদ ২৮৩
গান ও মিউজিক ২৮৪
পশু প্রতিপালন ২৮৪
মান্নত ও কসম ২৮৫
অপরকে সহযোগিতা ২৮৭
রোগীর সেবা ২৮৭

ফরজে আইন ইলম পরিচিতি, গুরুত্ব ও ফজিলত

মুসলিমদের জন্য ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

> 'আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে, তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।'[১]

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানুষ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য, তার দাসত্ব বাস্তবায়নের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

> 'আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।'[২]

ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তার রাসুলের মাধ্যমে যে শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন, তা যথাযথভাবে পালন করা এবং ইসলাম যে আদেশ ও নিষেধের বিধানাবলি দিয়েছে, সেগুলো পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى

'মানুষ কি মনে করে তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?'[৩]

---

১. সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১৬
২. সুরা জারিয়াত, আয়াত ৫৬
৩. সুরা কিয়ামাহ, আয়াত ৩৬

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুদা (سُدًى) শব্দের অর্থ হলো আদেশ-নিষেধ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া। এই ব্যাপারে কুরআনের পরিপূর্ণ ইলম অর্জনকারী কোনো আলেমই দ্বিমত করেননি।[৪] সে হিসেবে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, মানুষ কি ধারণা করে যে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর আদেশ-নিষেধের বিধিবিধান আরোপ করা ছাড়াই ছেড়ে দেবেন। এমন ধারণায় বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে মানুষের ওপর বিধিবিধান আরোপের মাধ্যমে তার দাসত্ব বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। এই উবুদিয়্যাত বা দাসত্বের সাথেই বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা সম্পৃক্ত।

> تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ
>
> ‘এসব আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। তারা সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটা মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করবে এবং তার (স্থিরীকৃত) সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।’[৫]

প্রশ্ন হলো, মানুষ আল্লাহর আরোপিত আদেশ-নিষেধ পালন করবে কীভাবে? তারও আগের প্রশ্ন হলো, মানুষ জানবে কীভাবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কী কী আদেশ-নিষেধ দান করেছেন? এ প্রশ্নগুলোর সমাধান পাওয়া যায় একটাই পদ্ধতিতে। আর তা হলো, আল্লাহর দেওয়া আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এটাকেই ইলম বলে। এজন্যই মানুষ ইলম অর্জনের প্রতি মুখাপেক্ষী। ইলম অর্জন ছাড়া মানুষ কখনোই আল্লাহ তাআলার উবুদিয়্যাত তথা দাসত্ব বাস্তবায়ন করতে পারবে না, যার জন্য মহান রব তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে তার সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পৃক্ত। এই ইলম অর্জন করা মানুষের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় নয়, এটি তার জন্য ফরজ। কারণ ইলম ছাড়া মানুষ আল্লাহর

৪. কিতাবুল উম্ম, ৭/২৯৮ পৃষ্ঠা, দারুল মাআরিফ।

৫. সুরা নিসা, আয়াত ১৩-১৪

দাসত্ব করতে পারবে না। আল্লাহ যেসব বিধান দিয়েছেন, সেগুলোর ওপর যথাযথ আমল করতে পারবে না।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ.

> 'যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।'[৬]

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ সহিহ বুখারিতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন,

بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.

অর্থাৎ সকল কথা ও আমলের আগে সেই বিষয়ের ইলম জরুরি। ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ এর মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন, কথা ও কাজের শুদ্ধতার জন্য ইলম পূর্বশর্ত। ইলম ছাড়া কথা ও কাজের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।[৭]

ফরজে আইন ইলমের পরিচিতি

ইলম দুপ্রকার। ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়াহ।

যে পরিমাণ ইলম শেখার পর একজন মুসলিম সত্যিকারের 'মুসলিম' হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে, সে পরিমাণ ইলমকে ফরজে আইন ইলম বলে। অন্য কথায়, ইসলাম পালনের বুনিয়াদি বা মৌলিক জ্ঞানকেই ফরজে আইন ইলম বলে। ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ এর চমৎকার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, শরিয়তের ফরজে আইন ইলম হলো, যে ইলম অর্জন ব্যতীত মুকাল্লাফ[৮] ব্যক্তি তার ওপর শরিয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে পারে না।[৯] এই সংজ্ঞাটি একটি উসুলি তথা মূলনীতিমূলক সংজ্ঞা।

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহও চমৎকার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, তুমি লক্ষ করো, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কী প্রয়োজন হচ্ছে এবং সন্ধ্যা

---

৬. তারিখে তবারি, ৬/৫৭২
৭. ফাতহুল বারি, ১/১৫৯
৮. যার ওপর শরিয়তের বিধিবিধান পালন আবশ্যক।
৯. আল মাজমু লিন নববি, ১/২৪ পৃষ্ঠা

থেকে সকাল পর্যন্ত কীসের দরকার হচ্ছে। সেটা গ্রহণ করে নাও এবং এর ওপর অন্য কোনো কিছুকে প্রাধান্য দিয়ো না।[১০] অর্থাৎ একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু করা প্রয়োজন, তা দীনি বিষয়ই হোক কিংবা পার্থিব, সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের দিকনির্দেশনা জেনে নেওয়াই হলো ফরজে আইন ইলম।

ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ একটু ব্যাখ্যামুলক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ফরজে আইন ইলম হলো এমন সাধারণ ইলম, যা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির আকলের জন্যই জানা আবশ্যক, যার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার কোনো সুযোগ নেই। যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজান মাসের রোজা, সামর্থ্যবানদের জন্য বাইতুল্লাহর হজ ও সম্পদের জাকাত আদায় করা ইত্যাদি। বিপরীতে আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয়; যেমন : যিনা, অন্যায়ভাবে হত্যা, চুরি ও মদ্যপান ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা এবং এ জাতীয় যা কিছু আছে সবই ফরজে আইন ইলমের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শরিয়তের পক্ষ থেকে যা কিছু বুঝতে, জানতে, নিজেদের জীবন ও সম্পদ থেকে প্রদান করতে এবং যেসব নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকতে বান্দারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, তা জানার নামই ফরজে আইন ইলম।[১১]

উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি, ঈমান-আকিদা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি আবশ্যকীয় ইবাদতগুলো সম্পর্কে জানা; এগুলো পালনের পূর্ব শর্তস্বরূপ ওজু, গোসল, তায়াম্মুম ইত্যাদি সম্পর্কে জানা এবং হারামসমূহ সম্পর্কে জানা ফরজে আইন ইলমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এজন্য ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ফরজে আইন ইলম হলো আল্লাহ কীসের আদেশ করেছেন এবং কী থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, এই বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জ্ঞান লাভ করা।'[১২]

ফরজ ইলমকে মৌলিকভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়

১. আকায়িদুল ইসলাম

অর্থাৎ একজন মুসলিম আল্লাহ, রাসুল, পরকাল ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেমন বিশ্বাস পোষণ করবে, এটা জানা ফরজের ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

---

১০. আল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/৪৬

১১. আর রিসালাহ, ৩৫৭

১২. মাজমাউল ফাতাওয়া, ১/৪৬

২. ফারায়িজুল ইসলাম

আল্লাহ একজন মুসলিম হিসেবে আমার ওপর কী কী বিষয় ফরজ করেছেন, কোন কোন বিধান মানা আমার জন্য আবশ্যক, এগুলোর ইলম অর্জন করা ফরজ ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

৩. মাহারিমুল ইসলাম

ইসলাম মুসলিমদের জন্য যে সমস্ত জিনিস হারাম করেছে, সে বিষয়ের ইলম অর্জন করা ফরজ ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

৪. আখলাকুল ইসলাম

ইসলাম একজন মুসলিমকে কোন ধরনের চরিত্র ও আখলাক ধারণের নির্দেশ দিয়েছে, একজন মুসলিম তার অন্তরকে কীভাবে স্বচ্ছ রাখবে, অর্থাৎ অন্তরের আমল ও অন্তরের রোগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

৫. আদাবুল ইসলাম

আদব শব্দটি শুনলে আমাদের মনে ঐচ্ছিক একটি ধারণা আসলেও আদবের অনেক বিষয় ফরজ ও জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য

ফরজে আইন ইলমের মাঝেও দুটি স্তর আছে। একটি স্তর হলো জ্ঞান অর্জন। আরেকটি স্তর হলো সেটার প্রায়োগিক অনুশীলন। এ দুটোকে সমন্বয় করলেই ফরজ আদায় হবে। নতুবা ফরজ আদায় হবে না।

ইলম অর্জনের ফজিলত

কুরআন-সুন্নাহতে ইলম অর্জনের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা ইলম অর্জনের আদেশ দিয়েছেন এবং আরও বেশি ইলম আল্লাহর কাছে চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন,

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

'আপনি বলুন, হে আমার পালনকর্তা, আমার ইলম বৃদ্ধি করুন।'[১৩]

---

১৩. সুরা তহা, আয়াত ১১৪

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ ইলম অর্জনের ফজিলত-সংক্রান্ত অধ্যায়ে এই আয়াতটি এনেছেন। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে ইলম অর্জনের ফজিলতের প্রমাণ বহন করে। কেননা আল্লাহ তাআলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার অন্য কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি কামনা করার নির্দেশ দেননি। একমাত্র ইলমের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি কামনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৪]

কুরআন মাজিদের অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবিকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, উভয়ে কি সমান? বস্তুত উপদেশ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই গ্রহণ করে।'[১৫]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানী ও মূর্খের মর্যাদার সমতাকে নাকচ করেছেন, ঠিক যেভাবে তিনি জান্নাতি ও জাহান্নামিদের সমতাকে নাকচ করেছেন। এটা আহলে ইলমদের সম্মান ও মর্যাদার মাত্রাকে প্রমাণ করে।[১৬]

হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

'আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের সহিহ বুঝ দান করেন।'[১৭]

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

'যে ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'[১৮]

---

১৪. ফাতহুল বারি, ১/১৪
১৫. সুরা যুমার, আয়াত ৯
১৬. মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ৪৯
১৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৩৭
১৮. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৯৯

কুরআন-সুন্নাহয় এরকম অনেক বর্ণনা এসেছে ইলম অর্জনের ফজিলত সম্পর্কে। অনেক আলেম ইলম অর্জন করাকেই দুনিয়ার সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এজন্যই আল্লাহ ও তার রাসুল বিভিন্নভাবে আমাদেরকে ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

ইলম অর্জনের গুরুত্ব

ইলম অর্জনের গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি। কারণ ইসলাম নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে; এমনকি নির্দিষ্ট পরিমাণ ইলম অর্জন করাকে উভয়ের জন্য ফরজ করে দিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'ইলমে দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।'[১৯]

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

> وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.
>
> 'মুমিনদের জন্য সমীচীন নয় যে, তারা সকলেই অভিযানে বের হয়ে পড়বে। অতএব তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি ছোট অংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দীনের 'বুঝ' অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যেন তারা (মন্দ কাজ থেকে) বেঁচে থাকে।'[২০]

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলিল। তিনি আরও বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না।'[২১]

---

১৯. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৪

২০. সুরা তাওবা, আয়াত ১২২

২১. তাফসিরে কুরতুবি, ৮/২৬৬, ২৬৮

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

> مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ.

> 'কী হয়েছে ওই সব লোকের, যারা তাদের প্রতিবেশীদের দীনের শিক্ষা দেয় না, বোঝায় না, উপদেশ দেয় না, সৎকাজে আদেশ করে না, অন্যায়ে নিষেধ করে না? আর কী হয়েছে ওই সব লোকের, যারা তাদের প্রতিবেশীদের থেকে শেখে না, বোঝে না, উপদেশ গ্রহণ করে না? আল্লাহর কসম, অবশ্যই কিছু লোক তাদের প্রতিবেশীদের শিক্ষা দেবে, বোঝাবে, উপদেশ দেবে, সৎকাজে আদেশ করবে ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবে; আর কিছু লোক অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীদের থেকে শিখবে, বুঝবে ও সচেতন হবে, নতুবা আমি তাদের শাস্তি দিতে দেরি করব না।'[২২]

দেখুন এই হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলম অর্জনের প্রতি অনীহাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন। এর থেকেই ইলম অর্জনের গুরুত্ব আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ইলম অর্জনের ফজিলত ও ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ কেবল পুরুষদের জন্য নয়; বরং এই সংক্রান্ত প্রতিটি নির্দেশনা সমভাবে নারীদের জন্যও প্রযোজ্য।

এজন্য ইমাম ইবনুল জাওজি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মহিলারা পুরুষের মতোই শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই তাদের ওপর যেসব বিষয় ওয়াজিব ও ফরজ, সেসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা তাদের জন্য ওয়াজিব; যাতে তারা তাদের ওপর অর্পিত বিধানসমূহ যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে।'[২৩]

---

২২. আলমুজামুল কাবির, তবারানি; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ১/১৬৪

২৩. আহকামুন নিসা লি ইবনিল জাওজি, ৩৮

নারী সাহাবিদের ইলম অর্জন

নারী সাহাবিরা দীনি ইলম অর্জনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন, হাদিসে এমন অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এক হাদিসে এসেছে,

> عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، فَقَالَ : اجْتَمِعْنَ، فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ

> ‘আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন মহিলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার কথা কেবল পুরুষেরা শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা আপনার কাছে আসব, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন, তা আপনি আমাদেরকে শেখাবেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন, অমুক অমুক স্থানে একত্রিত হবে। সে অনুযায়ী তারা একত্রিত হলেন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে আসলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে যা কিছু শিখিয়েছেন, তিনি তাদেরকে তা শিক্ষা দিলেন।’[২৪]

ইলম অর্জনের প্রতি নারী সাহাবিদের এত আগ্রহ ছিল যে, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করে নিজেদের জন্য বিশেষ মজলিসেরই ব্যবস্থা করে নিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আনসারি নারী সাহাবিদের প্রশংসা করে বলেন,

> نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ اَن يَّتَفَقَّهُنَّ فِي الدِّيْنِ

> ‘আনসারি নারী সাহাবিরা কতই না উত্তম। লাজুকতা তাদেরকে দীনের ব্যাপারে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে বাধা দেয় না।’[২৫]

---

২৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭৩১০

২৫. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৩২

ইসলাম সম্পর্কে সে যুগের নারীরা কত গভীর ও সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিম্নের উক্তি থেকেই তা বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআনের কোনো আয়াত নাজিল হলে আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্থ না করলেও তার হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।'[২৬]

নারী সাহাবিদের ইবাদতের আকর্ষণ

নারী সাহাবিরা ইলম অর্জনের প্রতি যে আগ্রহ রাখতেন, তা কেবল শেখার জন্য ছিল না। তারা ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য ইলম অর্জন করতেন। ইবাদতের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল প্রবল। ইসলামের কোনো নির্দেশনা জানামাত্রই তারা সেই নির্দেশনার সামনে আত্মসমর্পণ করতেন। ইসলামের নতুন কোনো বিধান অবতীর্ণ হলে তারা তৎক্ষণাৎ সেই বিধানের ওপর আমল শুরু করে দিতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] فانقلب الرجال يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم، يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته، وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة، إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا، وإيمانا بما أنزل الله في كتابه.
>
> 'আমি আনসার নারীদের চেয়ে আল্লাহর কিতাবকে বেশি বিশ্বাস করা ও ওহির প্রতি গভীর ঈমানদার কোনো নারী দেখিনি।
>
> সুরা নুরের এই আয়াত ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ (তারা যেন নিজেদের ওড়নাগুলো দিয়ে বুক ঢেকে রাখে) নাজিল হওয়ার পর পুরুষরা দ্রুত এই আয়াত তাদের স্ত্রী, কন্যা, বোন ও আত্মীয় নারীদের কাছে পড়ে শোনাতে লাগলেন। আর এর প্রতিক্রিয়ায়, তাদের মধ্যে এমন কোনো নারী ছিল না, যে দাঁড়িয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের

২৬. আল-ইকদুল ফরিদ, ১/২৭৬

> মোটা কাপড় (চাদর/আবরণ) এনে তা দিয়ে নিজেকে আবৃত করে নেয়নি। এটা ছিল আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও ওহির প্রতি ঈমানের প্রতীক।'[২৭]

ইবাদতের ব্যাপারে তারা প্রত্যেকেই একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। একদিন এক নারী সাহাবি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, পুরুষরা তো ইবাদতের দিক দিয়ে আমাদের থেকে অগ্রগামী; যেহেতু তারা জানাজার নামাজে আপনার সাথি হচ্ছে, আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করছে, মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করছে। কিন্তু আমরা তো ঘরের চারদেয়ালে আবদ্ধ। বড় কোনো নেক কাজের সুযোগ তো আমাদের হয় না। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেলেন, অত্যন্ত চমৎকার প্রশ্ন। এরপর তিনি বললেন, যে নারী ঘরের কোণে নামাজ আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ওই পুরুষের সমপরিমাণ সওয়াব দান করেন, যে পুরুষ মসজিদে গিয়ে প্রথম তাকবিরের সাথে নামাজ আদায় করে। তারপর বললেন, যে নারী সন্তান লালন-পালনের জন্য রাত্রি জাগরণ করে, তাকে আল্লাহ তাআলা ওই সাহসী মুজাহিদের সমপরিমাণ সওয়াব দান করেন, যে যুদ্ধের ময়দানে রাত জেগে সীমান্ত পাহারা দেয়।[২৮] সুবহানাল্লাহ!

২৭. তাফসিরে ইবনে কাসির।

২৮. এটা হাদিসের ব্যাখ্যামূলক বিবরণ। মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং ৬৯৬১

ইসলাম ও ঈমানের পরিচয়

ইসলাম ও আরকানুল ইসলাম

ইসলাম : ইসলাম এর শাব্দিক অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। ইসলাম শব্দটি থেকেই মুসলিম শব্দটি এসেছে। এর অর্থ আত্মসমর্পণকারী। তাওহিদের স্বীকৃতি প্রদান, শরিয়াহর বিধান পালন এবং শিরক ও কুফর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাকে ইসলাম বলে। যে ব্যক্তি তাওহিদের স্বীকৃতি প্রদান করে আল্লাহর যাবতীয় বিধানের সামনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে, তাকে মুসলিম বলে।

আরকানুল ইসলাম : রুকন একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো মূল অংশ বা উপাদান। রুকন শব্দের বহুবচন হলো আরকান। যেসব মূল উপাদান দিয়ে ইসলাম গঠিত হয়, সেগুলোকে আরবিতে আরকানুল ইসলাম বলা হয়। ইসলামের রুকন পাঁচটি। যথা :

১. কালিমা।

২. নামাজ।

৩. জাকাত।

৪. রোজা।

৫. হজ।

সহিহ বুখারিতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ আদায় করা ও রমজানের রোজা পালন করা।'[২৯]

ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। হাদিসে এসেছে :

ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।'[৩০]

ঈমান ও আরকানুল ঈমান

ঈমান : ইসলাম যে পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে সর্বপ্রথম ভিত্তিই হলো ঈমান। ইসলামের বাকি যাবতীয় বিষয় ঈমানের ওপরই নির্ভরশীল। ঈমান ছাড়া ইসলামের অন্যান্য ভিত্তির কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

'যে ব্যক্তি আখেরাত (-এর লাভ) চায় এবং সেজন্য যথোচিতভাবে চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে এরূপ লোকের চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।'[৩১]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন,

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

২৯. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৮
৩০. মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং ২২০৫১
৩১. সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১৯

> ‘যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।’[৩২]

এসব আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, সবার আগে ঈমান। যেকোনো আমলের পূর্বশর্ত হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া আমলের কোনো দাম আল্লাহর কাছে নেই।

ঈমানের পরিচয় হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীনকে সামগ্রিকভাবে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা। আর এর বিপরীতে যত ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শ আছে, সেগুলোকে বর্জন করা।

আরকানুল ঈমান : যেসব মূল উপাদান দিয়ে ঈমান গঠিত হয়, সেগুলোকে আরবিতে আরকানুল ঈমান বলা হয়।

সহিহ মুসলিমে এসেছে, একবার জিবরাইল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, (فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ) আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন (অর্থাৎ ঈমান কী?)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন,

> أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

> ‘তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রাসুলগণ এবং আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।’[৩৩]

এই হাদিস অনুযায়ী ঈমানের রুকন হচ্ছে ছয়টি :

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা।
২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা।
৩. কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

---

৩২. সুরা নিসা, আয়াত ১২৪
৩৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ০৮

৪. রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনা।
৫. কিয়ামতের দিনের ওপর ঈমান আনা।
৬. তাকদিরের ওপর ঈমান আনা।

ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্ক : ইসলাম ও ঈমান শব্দদুটোর সাধারণ অর্থ একই। ইসলাম মানে সমগ্র দীন। ঈমানও একই অর্থ বহন করে। তবে বিশেষ অর্থে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

বিশেষ অর্থে ঈমান হলো, মানুষের অভ্যন্তরীণ বা অন্তরের আমল। যেমন : আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস ইত্যাদি। আর ইসলাম হলো, দীনের বাহ্যিক আমল, যেমন : কালিমা, নামাজ, জাকাত, রোজা ইত্যাদি। এই বাহ্যিক আমলের সঙ্গে যদি অন্তরে ঈমানও থাকে, তবে সে মুসলিম হওয়ার পাশপাশি মুমিনও। আর যদি অন্তরে ঈমান না থাকে, তবে সে মুনাফিক।

পর্দার আহকাম

পর্দা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কুরআন মাজিদের কয়েকটি সুরায় পর্দা-সংক্রান্ত বিধান আলোচিত হয়েছে। পর্দার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন, তিনি যেন তার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত রাখার আদেশ দেন। কিছু আয়াতে উম্মুল মুমিনিনদেরকেও সম্বোধন করেছেন, কোনো কোনো আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকেও সম্বোধন করেছেন। মোটকথা কুরআন মাজিদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য পর্দার বিধান দান করেছে। এটি শরিয়তের একটি ফরজ বিধান।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
>
> ‘হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[২৪৩]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদেরকে আদেশ করেছেন, যখন তারা কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে, তখন যেন মাথার ওপর ওড়না বা চাদর টেনে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে। আর (চলাফেরার সুবিধার্থে) শুধু এক চোখ খোলা রাখে।’[২৪৪]

---

২৪৩. সুরা আহজাব, আয়াত ৫৯
২৪৪. ফাতহুল বারি, ৮/৫৪, ৭৬, ১১৪

বিয়ে ও পরিবার

পরিবার হচ্ছে পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল। দুজনের সম্পর্কের সর্বোত্তম ও একমাত্র অবস্থানস্থল। প্রতিটা মানুষ অর্ধেক আর তা পূর্ণতা পায় বিয়ের দ্বারা।

আমরা যদি সঠিকভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখা যায়, জৈবিক চাহিদা হলো পরিবার গঠনের একটি আনুষঙ্গিক উপাদান অথবা সাহায্যকারী আবেগ। তবে পরিবারের সবচেয়ে মূল ভিত্তি হচ্ছে সেই সম্পর্ক, যা প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

এই মূল বিষয়ের প্রতি কুরআনে কারিম মানব সৃষ্টির আলোচনায় ইঙ্গিত করেছে,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

> ‘তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে বানিয়েছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে।’[২৬৩]

এ আয়াতে ‘সাকান’ অর্থ হচ্ছে, আবেগ ও আচরণে স্থিরতা। ব্যক্তি এই ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকা যে, সে এমন মানুষের সাথে আছে, যার মাধ্যমে শান্তি বৃদ্ধি পায়, যার কাছে গিয়ে সে বিশ্রাম নিতে পারে, যেকোনো অস্থিরতার সময় যার কোলে গিয়ে শান্ত হতে পারে। যেকোনো সংকটে যার কাছে গিয়ে প্রফুল্লতা অর্জন করতে পারে।

বিয়েকে শুধু জৈবিক চাহিদার সম্পর্ক হিসেবে বোঝা উচিত নয়, এটি হলো চিন্তাগত ও অনুভূতির অধঃপতন। বিয়ে বিষয়টা এ থেকে আরও ঊর্ধ্বের বিষয়। এই আয়াতটি নিয়ে ভাবুন,

---

২৬৩. সুরা আরাফ, আয়াত ১৮৯

وَ مِنْ اٰیٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً.

'আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'[২৬৪]

বিয়ের মর্ম ও বিধান

মহান আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।[২৬৫] এমনকি লতাপাতা, গাছপালাও।[২৬৬] তেমনি মহান আল্লাহ মানুষকে নারী-পুরুষে বিভক্ত করেছেন[২৬৭] এবং একজনের প্রতি অন্যের আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, বসবাস ও জৈবিক চাহিদা পূরণের একমাত্র পন্থা হিসেবে বিয়ের প্রচলন করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক অভিভাবককে তাদের অধীনস্থদের বিয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা স্বামীহীন তাদের বিয়ে সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও।'[২৬৮]

বিয়ে করা সমস্ত নবিদের সুন্নাত। আল্লাহ বলেন, 'তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসুল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করেছিলাম।'[২৬৯] একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিন ব্যক্তি এসেছিল। তার মধ্যে একজন আল্লাহর ইবাদত করার স্বার্থে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রতিবাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'আমি নারীদেরকে বিয়ে করি (সুতরাং বিয়ে করা আমার সুন্নাত)। অতএব যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[২৭০]

---

২৬৪. সুরা রুম, আয়াত ২১
২৬৫. সুরা জারিয়াত, আয়াত ৪৯
২৬৬. সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৩৬
২৬৭. সুরা হুজুরাত, আয়াত ১৩; সুরা নিসা, আয়াত ১
২৬৮. সুরা নুর, আয়াত ৩২
২৬৯. সুরা রাদ, আয়াত ৩৮
২৭০. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫০৬৩

স্বামীর হকসমূহ

১. সর্বদা স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করা।

২. স্বামীর সাথে অসংযত আচরণ না করা। স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া।

৩. শরিয়তসম্মত প্রত্যেক কাজে স্বামীর আনুগত্য করা। গুনাহ্ ও শরিয়তবিরোধী কাজে অপারগতা তুলে ধরা এবং স্বামীকে নরম ভাষায় বোঝানো।

৪. প্রয়োজনাতিরিক্ত ভরণপোষণ দাবি না করা।

৫. পরপুরুষের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক না রাখা।

৬. স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে ঢোকার অনুমতি না দেওয়া।

৭. অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া।

৮. স্বামীর সম্পদ হেফাজত করা। অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে কাউকে কোনো কিছু না দেওয়া।

৯. স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে অতিরিক্ত নফল নামাজে মশগুল না থাকা। অতিরিক্ত নফল রোজা না রাখা।

১০. স্বামী মেলামেশার জন্য আহ্বান করলে শরিয়তসম্মত কোনো ওজর না থাকলে আপত্তি না করা। [২৮৮]

১১. স্বামীর আমানত হিসেবে নিজের ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করা। কোনো ধরনের খেয়ানত না করা।

১২. স্বামী দরিদ্র কিংবা অসুন্দর হওয়ার কারণে তাকে তুচ্ছ না করা।

১৩. স্বামীকে কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখলে আদবের সাথে তাকে বিরত রাখা।

১৪. স্বামীর নাম ধরে না ডাকা।

---

২৮৮. বিবাহের একটি উদ্দেশ্য পরস্পর যৌনচাহিদা পূরণ করা। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মানসিক মিলন থাকাটা বেশি ফলদায়ক। হায়েজ-নেফাসের সময় ও পেছনের রাস্তা ব্যতীত একজন পুরুষের জন্য স্ত্রীর সাথে যেকোনো সময় এবং যেকোনো পদ্ধতিতে যৌন সম্পর্ক করা বৈধ। তবে পরস্পরের যৌনাঙ্গে মুখ দেওয়া সরাসরি হারাম না হলেও রুচি বহির্ভূত কাজ। এ ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানে নাপাকি থাকা অবস্থায় মুখে স্পর্শ করা ফুকাহায়ে কেরামের মতে মাকরুহ। তাই একজন মুসলিমের উচিত সর্বাবস্থায় এ থেকে বিরত থাকা। তবে কেউ যদি অত্যধিক উত্তেজনার কারণে এ কাজ করে ফেলে এবং লজ্জাস্থানে নাপাকি না থাকে, তাহলে নাজায়েজ কিংবা হারাম বলা যাবে না।

১৫. কারও কাছে স্বামীর বদনাম, দোষত্রুটি বর্ণনা না করা।
১৬. স্বামীর অকৃতজ্ঞ না হওয়া।
১৭. শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মানের পাত্র মনে করা। তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা। ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তাদের মনে কষ্ট না দেওয়া।
১৮. সন্তানদের লালনপালনে অবহেলা না করা।

দীনের ব্যাপারে স্বামীকে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা

বিয়ের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, পরস্পর দীন পালন ও আল্লাহর ইবাদতে সহযোগী হওয়া। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বৈবাহিক জীবন থেকে এই চেতনা একদম বিলুপ্ত বলা যায়। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় সাহাবি হজরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন,

يَا مُعَاذُ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ خَيْرُ مَا اكْتَسَبَهُ النَّاسُ.

'হে মুআজ, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হলো, শোকরকারী অন্তর, জিকিরকারী জিহ্বা, সালিহা (দীনদার) স্ত্রী, যে তাকে দুনিয়া ও দীনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।'[২৮৯]

একজন স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীকে দীন পালনে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা। স্বামীকে হারাম উপার্জন ও কর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। হারাম উপার্জন, দীন ছেড়ে দুনিয়ার পেছনে তাকে ঠেলে না দেওয়া।

জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো, গর্ভে ধারণ করা সন্তানের দুনিয়ায় আগমনকে বাধাগ্রস্ত করা কিংবা বিলম্বিত করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশবৃদ্ধির জন্য বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা অধিক প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানদানে সক্ষম মেয়েকে বিয়ে করো। কারণ আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের অধিকসংখ্যক উম্মত নিয়ে গর্ব করব।'

---

২৮৯. আল মুজামুল কাবির, তবারানি, হাদিস নং ৭৮২৮; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস নং ৭৪৩৮